بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২ অগাস্ট ২০২০

ইসলামাবাদ থেকে ঈদের খুতবা প্রদান করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব-প্রধান

হুযূর আকদাস বলেন যে, আহমদীদের হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর পরিবারের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যাদের আত্মত্যাগকে ঈদুল আযহায় স্মরণ করা হয়

আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ৩১ জুলাই ২০২০ টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে অবস্থিত মুবারক মসজিদে ঈদুল আযহার খুতবা প্রদান করেন।

সামাজিক দূরত্ব সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের কারণে, অতি অল্প সংখ্যক আহমদী মুবারক মসজিদে তাদের ঈদের নামায আদায় করার সুযোগ পেয়েছেন। তবে, বিশ্ব জুড়ে লক্ষ-কোটি আহমদী মুসলমান বিশ্বজনীন টেলিভিশন চ্যানেল এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল-এর মাধ্যমে তাদের খলীফার ঈদের খুতবা সরাসরি শোনার এবং দোয়াতে অংশ নেয়ার সুযোগ লাভ করেন।

খুতবায় হুযূর আকদাস হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.)-এর অসাধারণ কুরবানীর কথা স্মরণ করেন, যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) খোদা তা'লার খাতিরে নিজ পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং তাঁর পুত্র তাতে স্বেচ্ছায় সম্মতি প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস বলেন যে, এ ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে আর তাই সর্বোচ্চ মানের কুরবানীর এক কালোত্তীর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে এটি চিরকাল সংরক্ষিত থাকবে।

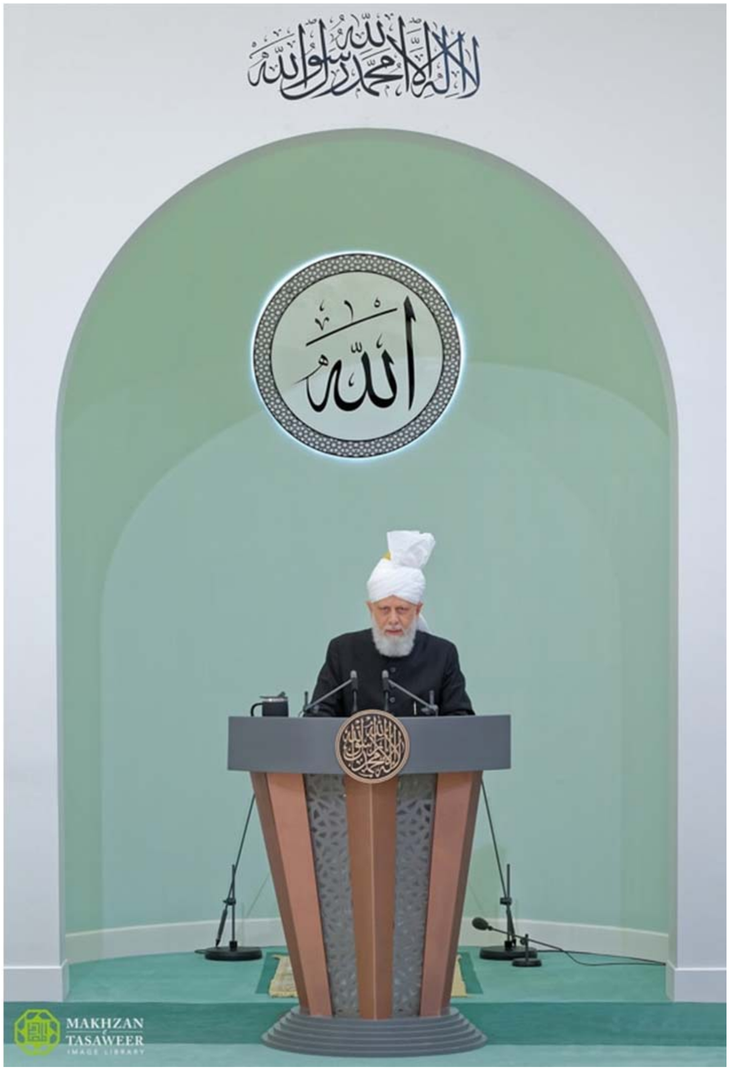

তাঁদের দৃষ্টান্তের কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"অগণিত মানুষ রয়েছেন যারা এ ঈদ উদযাপন করেন আর কেবলমাত্র আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও উদযাপনের এক দিন হিসেবে এর প্রতীক্ষা করে থাকেন। তারা পশু কুরবানী করে থাকেন কেবলমাত্র অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য

এবং নিজেদের উচ্ছ্বাসের এক প্রকাশ হিসেবে। কিন্তু একজন প্রকৃত মুমিন হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানী এবং এর অন্তর্নিহিত প্রেরণার কথা স্মরণ করেন এবং সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"নিশ্চয় যখন আমরা তাঁদের কুরবানীর কথা শুনি বা পাঠ করি, আমরা আবেগাপ্লুত ও অশ্রুসিক্ত না হয়ে পারি না। তবে, কেবল সেটুকুই যথেষ্ট নয়, বরং আমাদের বিশ্লেষণ করা আবশ্যক যে আমরা আমাদের সেই অঙ্গীকার পূরণ করছি কিনা যে, 'খোদা তা'লার খাতিরে আমি সর্বপ্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকবো।' "

হুযূর আকদাস বলেন যে, খোদা তা'লা শেষ পর্যন্ত নিজ পুত্র সন্তানকে কুরবানী করা হতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বিরত করেছিলেন এবং এর বদলে তাঁকে এ সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন যা পবিত্র কুরআনের ৩৭:১০৬ আয়াতে লিপিবদ্ধ আছে:

" 'তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করেছো।' নিশ্চয়ই আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।"

হুযূর আকদাস বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর পরিবারের কুরবানী এখানেই শেষ নয়, বরং এটি সত্য ঈমান ও আত্মত্যাগের এক নতুন প্রভাতের সূচনা করেছিল, যেখানে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাতা হযরত হাজেরা খোদা তা'লার উপর পরিপূর্ণ ঈমান এবং ভরসা প্রদর্শন করেছিলেন।

হুযূর আকদাস বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে মক্কার বিরান ভূমিতে মাত্র কয়েকটি খেজুর ও সামান্য পানি দিয়ে ছেড়ে গিয়েছিলেন।

এ পরীক্ষার মুখোমুখি হতে গিয়ে হযরত হাজেরা তাঁর স্বামীকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি কি তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার আদেশে ছেড়ে যাচ্ছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) হাঁ-বোধক উত্তর প্রদান করেন।

তাঁর ঈমানোদ্দীপ্ত ও মহান উত্তরের বর্ণনা দিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে হযরত হাজেরা উত্তর দেন, 'যদি আপনি আল্লাহ্ তা'লার আদেশে আমাদেরকে ছেড়ে যান, তবে তিনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে ধ্বংস হতে দিবেন না। আপনার যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন আপনি যেতে পারেন।' "

আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের কুরবানীর যে অতুলনীয় প্রতিদান প্রদান করেছিলেন তার কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ইতিহাস সাক্ষী যে, আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে হযরত হাজেরার এ বিশ্বাসের প্রতিদান দিয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁকে অথবা তাঁর পুত্রকে পরিত্যাগ করেন নি, বরং এর বিনিময়ে, তাঁদের মাধ্যমে এক অসাধারণ জাতির জন্ম হয়েছিল। আর তাঁরা সেই পরম সম্মান লাভ করেছিলেন যে তাঁদের বংশধরদের মাঝে সেই মহান নবী, খাতামান নাবীঈন, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁকে সমগ্র মানবজাতির জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছিল।"

হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর পরিবারের কুরবানীর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যখন কেউ ইবরাহীমী দৃষ্টান্তের উপর আমল করার চেষ্টা করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিজ বিশ্বস্ততার মাত্রাকে উন্নীত করেন, কেবল তখনই তার পক্ষে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির প্রাপক হওয়া সম্ভব। যখন কোন নারী হযরত হাজেরা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মানের অনুসরণের চেষ্টা করেন, কেবল তখনই আল্লাহ্ তা'লার আশীষসমূহ তার উপর বর্ষিত হবে। আর নিশ্চিতভাবে যদি কোন তরুণ হযরত ইসমাঈল (আ.) এর দৃষ্টান্ত থেকে শেখার জন্য চেষ্টা করেন, কেবল তখনই তিনি আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী হবেন। আর তখনই প্রকৃত ঈদ অর্জিত হবে।"

হুযূর আকদাস তাঁর ঈদের খুতবার শেষাংশে আহমদী মুসলমানদের আহ্বান জানান তারা যেন ঐ সকলের জন্য দোয়া করেন যারা নানা রকম কষ্ট-কাঠিন্য এবং দুর্ভোগের মুখোমুখি।

হুযূর আকদাস আহমদীদের নির্দেশনা প্রদান করেন তারা যেন তাদের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করেন যারা আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে, পাকিস্তান জুড়ে এবং অন্যত্র ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার।

হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন কিভাবে, এমনকি ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে পশু কুরবানীর মত মত একটি মৌলিক ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করার অধিকার থেকেও পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীদের বঞ্চিত করতে চরমপন্থীরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যদিও এমনটি প্রতি বছরই হয়ে থাকে, কিন্তু এবার পাকিস্তানে যারা আমাদের অত্যাচার করে থাকে তারা বিশেষভাবে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে যে, ঈদ উপলক্ষ্যে যেসকল আহমদী পশু কুরবানীর ইসলামী রীতি পালন করবেন তাদের বিরুদ্ধে যেন মামলা করা হয়। তাদের দাবি, আমাদের কেবল এজন্য শাস্তি দেয়া উচিত যে, আমরা এই ইসলামী দায়িত্ব পালন করতে উদ্যত হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা এমন দুষ্ট লোকদের অপকর্মের হাত থেকে আহমদীদের নিরাপদ রাখুন।”

হুযূর আকদাস দোয়ার মাধ্যমে তাঁর খুতবা শেষ করেন।

যেহেতু এ বছর ঈদুল আযহা এক শুক্রবারে পড়েছে, এর কিছু সময় পরে হুযূর আকদাস তাঁর সাপ্তাহিক জুমুআর খুতবা মুবারক মসজিদ থেকে প্রদান করেন, যেখানে তিনি পাকিস্তানের একটি নতুন আইনের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নামের পরে ‘খাতামান নাবীঈন’ লেখা আবশ্যক করা হয়েছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এসব লোক মনে করে যে, তারা মহানবী (সা.)-এর নামের পরে ‘খাতামান নাবীঈন’ লেখাকে আবশ্যকীয় করার মাধ্যমে এক মহান কীর্তি সাধন করেছে আর তাদের ধারণা যে, এর মাধ্যমে আহমদীদের পথে তারা কিছু বাধা দাঁড় করিয়েছে। তারা সত্য সম্পর্কে অনবহিত, কেননা তারা অনুধাবন করে না যে, আমরা আহমদীরাই সেই সকল মানুষ যারা হযরত খাতামান নাবীঈন (সা.)-এর অতুলনীয় মর্যাদার প্রকৃত জ্ঞান রাখেন আর আমরা এ উপলব্ধী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষাবলীর মাধ্যমেই লাভ করেছি।”